স্থায়িত্ব বনাম নৈরাজ্য

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

বিগত সপ্তাহটা খুবই শিক্ষনীয়। তিনজন নেতার পক্ষাবলম্বন খুব কাছ থেকে দেখলাম।

দলের কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এআইসিসি তে ভাষণ দিলেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু তারা কোনও দিশা পেলেননা। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তাঁকে তুলে না ধরাটাই মানসিকভাবে পিছিয়ে দিয়েছে পার্টি ক্যাডারদের। রাহুলের বক্তব্য আগ্রাসী হলেও সুনির্দিষ্ট ছিলনা।

বিজেপির ন্যাশানাল কাউন্সিলে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণই সর্বোৎকৃষ্ট। রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার পাশাপাশি এই মঞ্চে দেশ সমপর্কে তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীও স্পষ্ট করেছেন নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে বিতর্কও উস্কে দিয়েছেন। তাঁর ভাষণ ছিল প্রধানমন্ত্রীসুলভ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক ও উন্নত ভারত গঠনে জোর দিয়েছেন তিনি। কৃষি থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব ব্যাপারেই যে তাঁর ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা রয়েছে তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বক্তব্যে। আইআইটি, আইআইএম, এইমস এর মত প্রতিষ্ঠান রয়েচে সমস্ত রাজ্যে। ন্যুনতম সুবিধা রয়েছে দেশের সব বাড়িতে। স্বর্ন চতুর্ভুজ থেকে হীরক চতুর্ভুজ জাতীয় সড়ক, শিল্প করিডোর, বুলেট ট্রেন, ১০০ টা ঝাঁ চকচকে শহর ভারতের মুখটাই পাল্টে দিতে পারে। প্রথম কর্তব্য হল দেশের গরীব ও বঞ্চিত মানুষদেরও সমপদের ভাগিদার করা। এই ভাষণ ২০১৪ র প্রচার শুরুর জন্য একটা ল্যান্ডমার্ক হয়ে থাকল।

তৃতীয়টা হল আপের রাজনীতি। চিরাচরিত রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ এই দলের জন্ম। বিকল্প রাজনীতির স্বপ্ন দেখিয়েছিল এরা। এখন এটা স্পষ্ট যে বিকল্প রাজনীতি মানেই নৈরাজ্য। এবং এটা আপ নেতৃত্ব স্বীকারও করছে। লোকপাল আন্দোলন চলাকালীন, সিবিআই কে কিছুতেই পুলিসের মত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবেনা দাবি করেছিল। সেই একই লোকজন এখন রাজ্য পুলিস দিল্লির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকবে বলে দাবি করছে। এটা বলাই বাহুল্য যে এদের নেতাদের প্রকাশভঙ্গীতে সভ্যতার ঘাটতি রয়েছে। আক্রমনাত্মক মনোভাব, রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব, এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাবও ষোলোআনা। উর্দি খুলে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য পুলিস কর্মীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে এরা। দুদশক আগে এক নৈরাজ্যবাদী সংগঠন প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান বয়কটের আবেদন জানিয়েছিল। আজ জাতীয় দল হিসেবে উঠে আসার ইচ্ছে পোষনকারী একটা দল প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্টানে বিঘ্ন সৃষ্টির হুমকি দিচ্ছে। সংবিধানকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছেন এরা। এদের সদস্যদের মধ্যে জম্মু কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও ছত্তিশগড়ের মাওবাদী সমর্থকরা রয়েছে।

গতবছর রাজ্যসভায় নৈরাজ্যবাদীদের ফেডারেশন বলে একটা শব্দবন্ধনী শুনেছিলাম আমি। আমার সন্দেহ ছিল। কারণ কোনও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করা নৈরাজ্যবাদীরা কিভাবে ফেডারেশনের ছাতার নিচে আসবে। আমি আমার উত্তর পেয়েছি। এটাই নৈরাজ্যবাদীদের ফেডারেশন। নৈরাজ্য কখনই বিকল্প রাজনীতি হতে পারেনা।